কালের কণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা -৩ কলাম-১

আরো ৩৩ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেবে সরকার

আরিফুর রহমান ▷

নতুন করে আরো ৩২ হাজার ৯১৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দিতে যাচ্ছে সরকার। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি) আওতায় এই নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনা ও নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সরকার বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের এই পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার একনেক সভায় এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন হওয়ার কথা রয়েছে। এর পরপরই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

পিইডিপি-৩-এর আওতায় ৪৭ হাজার ৬৮০ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে প্রাক-প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে দুই দফা পরীক্ষা হয়ে গেছে। শিগগির তৃতীয় দফার পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। তবে বাস্তবতার নিরিখে এই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৮০ হাজার ৫৯৭ জন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, পিইডিপি-৩-এর আওতায় স্কুল ফিডিং ও উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার কথা থাকলেও সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সরকার। শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং ও উপবৃত্তি দেওয়ার জন্য 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক আলাদা একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির আওতায় নতুন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্কুলশিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়া হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে জানান, দেশে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪৩। অর্থাৎ ৪৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। এটা ১:৪০-তে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

এদিকে স্কুল ফিডিং, উপবৃত্তিসহ আরো কিছু কার্যক্রম আলাদা করায় পিইডিপি-৩ কর্মসূচির খরচও কমে যাচ্ছে। সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে চার হাজার কোটি টাকা পৃথক করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের আগ পর্যন্ত পিইডিপি-২-এর কার্যক্রম চলমান ছিল। এরপর শুরু হয় পিইডিপি-৩-এর কার্যক্রম। এই কর্মসূচি আগামী ২০১৬ সাল নাগাদ চলার কথা থাকলেও এর মেয়াদ আরো দুই বছর বাড়ানোর সুপারিশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর সপক্ষে যুক্তি হিসাবে তারা বলছে, কর্মসূচির মেয়াদ ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত ও শতভাগ পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এখনো ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে। অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার হার ৭৯ শতাংশ। অথচ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) বলা আছে, ২০১৫ সালের মধ্যে ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। অন্যদিকে সারা দেশে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ের ভর্তির হার ৯৭ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, শতভাগ ভর্তির ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ পিছিয়ে আছে সরকার। বাকি এক বছরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়ার হার রোধ করা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও বিষয়টি স্বীকার করছেন। যদিও তাঁরা বলছেন, ২০১৫ পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি সংযোজন করার সুপারিশ করা হয়েছে।